প্রধানমন্ত্রীরদপ্তর

ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আগামীকাল লাক্ষাদ্বীপ, তামিলনাড়ু ও কেরল সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

Posted On: 19 DEC 2017 5:37PM by PIB Kolkata

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল লাক্ষাদ্বীপ, তামিলনাড়ু ও কেরল সফর করবেন। ‘ওখি’ ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই তাঁর এই সফরসূচি।কাভারত্তি, কন্যাকুমারী এবং তিরুবনন্তপুরম-এ ত্রাণের পরিস্থিতিও তিনি খতিয়ে দেখবেন। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী আলোচনা ও মত বিনিময়ে মিলিত হবেন সরকারি আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে। কৃষক ও মৎস্যজীবী সহ অন্যান্য যাঁরা ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও দেখা করবেন তিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৩০ নভেম্বর আরব সাগরে আকস্মিক এবং নজিরবিহীন ‘ওখি’ ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে প্রাণ হারিয়েছেন ৮৮ জন। এঁদের মধ্যে ৭০ জন কেরল এবং ১৮ জন তামিলনাড়ুর অধিবাসী। সমুদ্রে অনেকে এখনও নিখোঁজ বলেও খবর পাওয়া গেছে।

ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত প্রথম পূর্বাভাষটি ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় ২৯ নভেম্বর তারিখে। ঐ দিনই সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে কেরলের মুখ্যসচিবের কাছে এক সতর্কবার্তা পাঠায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রতিনিয়ত নজররাখা হয় উদ্ধার ও ত্রাণকার্যের ওপর। অনুসন্ধান এবং ত্রাণের কাজে যুক্ত করা হয় উপকূল রক্ষী বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে।

এ পর্যন্ত তামিলনাড়ুর ২২০, কেরলের ৩০৯ এবং লাক্ষাদ্বীপের ৩৬৭ জন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় ১২ হাজার মানুষকে। তামিলনাড়ু, কেরল ও কর্ণাটকে ২৫০ জন মৎস্যজীবী ৩ ডিসেম্বর নিরাপদে এসে পৌঁছেছেন লাক্ষাদ্বীপে। কেরলের ৬৬টি এবং তামিলনাড়ুর ২টি নৌকায় ৮০০ জন মৎস্যজীবী নিরাপদে অবতরণ করেন মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গের দেবগড় বন্দরে। পরে তাঁরা নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেছেন।

ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে উপকূল রক্ষী বাহিনীর১৩টি জাহাজ, ৪টি বিমান ও ৫টি হেলিকপ্টার, নৌবাহিনীর ১০টি জাহাজ, ৪টি বিমান ও ৫টি হেলিকপ্টার এবং বিমান বাহিনীর ১টি বিমান ও ৩টি হেলিকপ্টারকেও ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে ব্যবহার করা হয় । লাক্ষাদ্বীপে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত মানুষের কাছে ত্রাণ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ভারতীয় নৌ -বাহিনী। মিনিকয়, কাভারত্তি এবং কালপেনি দ্বীপে ত্রাণ-সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালনকরে নৌ-বাহিনীর জাহাজগুলি।

গত ৩ ও ৪ ডিসেম্বর ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কন্যাকুমারী ও তিরুবনন্তপুরম সফরকরেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন।

(Release ID: 1513220) Visitor Counter : 14